রেজিস্টার্ড নং ডি এ ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৪, ১৯৯৩

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৯৯ বাং/১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

এস, আর, ও নং ৪২-আইন/৯৩—Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No.27 of 1972) এর article 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Steel and Engineering Corporation এর Board of Directors, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯-এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার সপ্তম অধ্যায়ের—

১। প্রবিধান ৪১ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

মূল্য: টাকা ১.০০

ব্যক্তিগত শুনানী দেওয়ার পর তাহার পদমর্যাদার নীচে নহে এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারিবে।";

(খ) উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া হইলে তদভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।";

(গ) উপ-প্রবিধান (৪) বিলুপ্ত হইবে ;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৮ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্তকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেক্ষেত্রে—

(ক) কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করতঃ উক্ত দণ্ড আরোপ করিবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হইলে বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলে—

(অ) শুনানী ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে ; অথবা

(আ) উপ-প্রবিধান (১)(খ) এবং (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান ৩৯ এর উপ-প্রবিধান (১)(ক)এ বর্ণিত অন্য যে কোন লঘুদণ্ড আরোপ করিবে।";

২। প্রবিধান ৪২ এর—

(ক) উপ-প্রবিধান (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রে বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবে এবং প্রবিধান ৪৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবে, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।" ;

(খ) উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে ;

(গ) উপ-প্রবিধান (৭) এ উল্লিখিত "উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি ও সংখ্যাটি বিলুপ্ত হইবে ;

(ঘ) উপ-প্রবিধান (৮) বিলুপ্ত হইবে ;

৩। প্রবিধান ৪৪ এর উপ-প্রবিধান (২) বিলুপ্ত হইবে ;

৪। প্রবিধান ৪৭ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত "আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

কর্ণেল (অবঃ) মোঃ বজলুল গণী পাটোয়ারী
চেয়ারম্যান।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।